১. নীতিবিজ্ঞান কী ধরণের বিজ্ঞান? আলোচনা করো।

অথবা, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে নীতিবিদ্যার যথার্থতা বিচার করো।

প্রকৃতি অনুসারে বিজ্ঞান দুই প্রকার: (ক) বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive Science) ও (খ) আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Normative Science)।

(ক) বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান:- যে বিজ্ঞান, জগতে বস্তু বা ঘটনা যেমন আছে বা ঘটে, কেবল তারই বর্ণনা (description) দেয়, বলে 'বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান' (Positive Science)। 'অধিকাংশ বিজ্ঞানই জানতে চায়, জগতে বস্তু কিভাবে আছে বা ঘটনা কিভাবে ঘটেছে।এজাতীয় বিজ্ঞানকে 'বর্ণনামূলক বিজ্ঞান'ও বলা হয়, কেননা জগতে বস্তু যেমন আছে এবং ঘটনা যেমন ঘটে তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়াটাই হচ্ছে এজাতীয় বিজ্ঞানের কাজ। মনোবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বস্তুনিষ্ঠ বা বর্ণনামূলক বিজ্ঞান। মানুষ বাস্তবত কেমন চিন্তা করে, কিরূপ আচরণ করে, মনোবিদ্যা এসবের বর্ণনা করে। মনোবিদ বলেন, 'মানুষ অপরাধ-প্রবণ জীব, তাই মানুষ অনেক সময় অপরাধ করে'। মানুষের চিন্তা কোন খাতে প্রবাহিত হওয়া উচিত, তার আচরণ কেমন হওয়া উচিত-এসব মনোবিদের আলোচ্য বিষয় নয়। মনোবিদ 'মানুষ প্রায়শই অপরাধ করে'; কিন্তু তিনি এমন বলেন না যে, 'মানুষের অপরাধে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়'। বস্তু বাস্তবে যেমন থাকে, ঘটনা বাস্তবে যেমন ঘটে- বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের কেবল তাদের বর্ণনাই দেওয়া হয়; কোন আদর্শের মাপকাঠিতে এসব বস্তু বা ঘটনার মূল্যায়ন বা বিচার এখানে করা হয় না।

(খ) আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Normative Science): যে বিজ্ঞান বস্তু বা ঘটনার বর্ণনা দেবার পরিবর্তে, কোন আদর্শের মানদণ্ডে, তাদের মূল্যায়ন করে তাকে বলা হয় 'আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান'। এসব বিজ্ঞানে, জগতে যেমন আছে বা ঘটনা যেমন ঘটে চলেছে তা আলোচিত হয় না; 'এসব বিজ্ঞানে, কোন এক আদর্শকে সামনে রেখে ঐসব বস্তু বা ঘটনার মূল্য বিচার করা হয়।' ১৯ মনুষ্যজীবনের তিনটি আদর্শের উল্লেখ করা হয় সত্য সুন্দর (Beauty) ও শিব বা কল্যাণ (Good)। তিনটি শাস্ত্র যথাক্রমে এই তিনটি আদর্শের মানদণ্ডে তার আলোচ্য বিষয়ের মূল্যায়ন করে। সত্যকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে যুক্তিশাস্ত্র (Logic) আমাদের অবধারণের (judgment) বা বচনের (preposition) সত্যমূল্য (সত্যতা/ মিথ্যাত্ব) নির্ধারণ করতে চায়। সুন্দরকে (বা সৌন্দর্যকে) আদর্শরূপে গ্রহণ করে নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) আমাদের প্রত্যক্ষের জগৎকে সুন্দর/অসুন্দররূপে বিচার করতে চায়। শিব বা কল্যাণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নীতিবিদ্যা (Ethics) আমাদের স্বেচ্ছাকৃত কর্মাদির নৈতিকমূল্য (ভালত্ব/মন্দত্ব) নির্ধারণ করতে চায়। তাই, নীতিবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়; আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

২. ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা করো।

নির্দিষ্ট কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য পূর্বসঙ্কল্প অনুসারে এবং ফলাফলের কথা চিন্তা করে অনুষ্ঠিত কর্মই হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার স্বকীয় সচেতন ইচ্ছার দ্বারা কর্মটি সম্পন্ন করে এবং ঐ ক্রিয়ার জন্য তাকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়াই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।ঐচ্ছিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে তিনটি স্তর পাওয়া যায়। যথা- (১) মানসিক স্তর (Mental stage), (২) দৈহিক স্তর (Bodily stage), এবং (৩) দেহ-বহির্ভূত স্তর বা বাহ্যস্তর (External stage)।

একটি উদাহরণ দিয়ে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার তিনটি স্তরকে বোঝান গেল- 'পাঠ্যপুস্তক কেনা'। পাঠ্যপুস্তক কেনা একটি ইচ্ছাকৃত কর্ম, কেননা বইটি আমি কিনতে পারি আবার নাও কিনতে পারি, বইটি কেনা আমার কাছে বাধ্যতামূলক নয়, ইচ্ছাকৃত। এখানে মানসিক স্তরটি হল অভাববোধ। ঐ অভাববোধ থেকে বইটি কেনার আগ্রহ বা কামনা, সঙ্কল্প ইত্যাদি যা দেখা দেয় সে সবও মানসিক স্তরের অন্তর্গত। এবার, দ্বিতীয় স্তরে, বইটি কেনার জন্য আমার দৈহিক পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয়। বইটি কেনার জন্য আমাকে পায়ে হেঁটে অথবা ট্রামে বা বাসে করে বই-এর দোকানে যেতে হয়। বই-এর দোকানে যাবার জন্যে আমার শারীরিক পরিশ্রম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন দৈহিক স্তরের অন্তর্গত। সর্বশেষে, বইটি কেনার ফলে আমার দেহ-মনের বাইরে যে জগৎ মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটে-বইটি দোকানে যে স্থান জুড়ে ছিল তা শূন্য হয় এবং আমার, বাড়ির শূন্য টেবিলে বইটি স্থান পায়। বাহ্যজগতের এসব পরিবর্তন বাহ্যস্তরের অন্তর্গত।